শিল্পকলা ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকার লেখকদের জন্য স্টাইল গাইড (নির্দেশিকা)

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা শিল্প-সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট প্রায়োগিক শিল্পকলা বিষয়ক একটি গবেষণামূলক পত্রিকা। থিয়েটার, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, আবৃত্তি, চারুকলা, আলোকচিত্র এবং শিল্প-সাংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ নিয়ে ছয়মাস পর পর পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়। যে কোনো উৎসাহী লেখক এখানে লেখা জমা দিতে পারেন। সকল প্রবন্ধ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক বরাবর আবেদনসহ (কভার লেটার) পাঠাতে হবে। প্রবন্ধ জমা দেওয়ার নিয়ম নিম্নরূপ :

১. মৌলিক প্রবন্ধ হতে হবে।
২. প্রেরিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ ৩০০০ থেকে ৭০০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে। গ্রন্থ-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ৮০০ থেকে ১০০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে। অন্যান্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ১০০০ থেকে ৩০০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে।
৩. প্রবন্ধের সাথে ১০০ থেকে ২০০ শব্দের সার-সংক্ষেপ এবং যত বেশি সম্ভব কি-ওয়ার্ড জমা দিতে হবে।
৪. প্রত্যেক লেখার সঙ্গে পৃথক একটি পৃষ্ঠায় লেখকের পুরো নাম, কর্মস্থলের পদ, মোবাইল নম্বর, ডাক ও ই-মেইল ঠিকানা জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, যারা প্রথমবারের মত লেখা পাঠাবেন,

তাদেরকে লেখার সঙ্গে পৃথক কাগজে সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত জমা দিতে হবে; যাতে থাকবে : লেখকের পুরো নাম, কর্মস্থলের পদ, পেশা, গবেষণার ক্ষেত্র, প্রকাশনার তালিকা, মোবাইল নম্বর, ডাক ও ই-মেইল ঠিকানা।

৫ প্রবন্ধের হার্ড ২ (দুই) কপি ও সফ্‌ট কপি উভয়ই জমা দিতে হবে। সফ্‌ট কপি এম এস ওয়ার্ড ফরম্যাটে সিডিতে করে জমা দিতে হবে।

৬. প্রবন্ধের মূল পাঠ A4 সাইজের অফসেট কাগজে বাংলার ক্ষেত্রে ১৪ পয়েন্ট 'সুতন্বী এমজে' ফন্টে এবং ইংরেজির ক্ষেত্রে ১২ পয়েন্ট 'টাইমস্ নিউ রোমান' ফন্টে দুই লাইনের মাঝে ১.৫ ফাঁক রেখে দুই দিকে সমতা (justified) বিধান করে কম্পোজ করতে হবে।

৭. প্রবন্ধের মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে তা মূল পাঠের নিচে বাম দিক থেকে ১/৪ ইঞ্চি ভেতরে (indenting) মূল প্রবন্ধের চেয়ে দুই সাইজ ছোট ফন্টে অর্থাৎ বাংলার ক্ষেত্রে ১২ পয়েন্ট 'সুতন্বী এমজে' ফন্টে এবং ইংরেজির ক্ষেত্রে ১০ পয়েন্ট 'টাইমস্ নিউ রোমান' ফন্টে পৃথক অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করতে হবে। উদাহরণ :

> ...সুন্দরকে জানার যে জ্ঞান তার নাম নন্দনতত্ত্ব। নন্দনতত্ত্ব মানে সুন্দরকে বিশ্লেষণ করা সুন্দরকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা। সব সুন্দরের সৃষ্টির মধ্যেই একটা রূপ আছে, তার নাম স্বাধীনতা – অপর নাম যা খুশি তাই করা। যে কাজ সকলকে আনন্দ দেয় খুশি করে তাই সুন্দর। স্বার্থপর বা অসংগত আমির খুশি নয়, অনেক মনে খুশির বিস্তার করা আমি। ...অন্ধকার ঘর আলোকিত করবার জন্যে নিয়ম মেনে প্রদীপ জ্বালতে হয়, ঘরে অসংগত আগুন লাগিয়ে ঘর আলোকিত করা নয়।[১]

উল্লেখ্য যে, উদ্ধৃত অংশ তিন লাইনের কম হলে মূল পাঠের সাথে একই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃতিচিহ্ন ("...") এবং সূত্রসংখ্যাসহ উল্লেখ করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস ঠিক রাখতে হবে।

৮. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের পরিবর্তন হবে না। প্রাবন্ধিক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রাখতে চাইলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে; তবে সে ক্ষেত্রে আলাদা একটি কাগজে বিষয়টি সম্পাদকের মনযোগের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশিকা দিতে হবে। তথ্যনির্দেশ ও টীকার জন্য শব্দের উপর অধিলিপিতে (Super Script) সংখ্যার ব্যবহার করতে হবে (যেমন : অসুররাজ বলির ক্ষেত্রজ সন্তানগণ হচ্ছেন : অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম।[১] এদের থেকেই অত্র অঞ্চলে প্রাক দ্রাবিড়[২] জাতিসমূহের উদ্ভব এবং পরবর্তীতে স্থান সমূহের নামকরণ)।

৯. তথ্যনির্দেশে লেখক বা লেখনগণের পূর্ণ নাম থাকতে হবে। বই ও পত্রিকার উৎস দেখানোর সময় অনুসরণীয় নীতি হলো :

[বইয়ের ক্ষেত্রে : মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ১২;

সম্পাদিত বইয়ের ক্ষেত্রে : কবীর চৌধুরী, "আমার নজরুল", *নজরুল সমীক্ষণ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান [সম্পা.], (ঢাকা : মাওলানা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ২৮;
পত্রিকার ক্ষেত্রে : আফসার আহমদ, "সেলিম আল দীনের শিল্পতত্ত্ব ও বিশ্ববীক্ষা", *থিয়েটার স্টাডিজ*, *সংখ্যা*-১৫, (ঢাকা : নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, আষাঢ় ১৪১৫; জুন ২০০৮), পৃ. ২৪] ।

১০. মূল পাঠে অপরিচিত বিদেশি শব্দ থাকলে তা বাংলা একাডেমি প্রণীত বিদেশি শব্দ বাংলা লিপিতে বর্ণীকরণের (transcription) নিয়ম অনুযায়ী লিখতে হবে। বিদেশি ব্যক্তি ও বিদেশি বইয়ের নাম প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজিতে লিখতে হবে। যেমন : ইনডিভিজুয়াল (individual)।

১১. গ্রন্থের একাধিক লেখক থাকলে তথ্যনির্দেশে কমা (,) দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে সকলের নাম উল্লেখ করতে হবে।

১২. তারিখ ও সংখ্যা লেখার ক্ষেত্রে ১২ জুলাই ২০১১, (১২-০৬-২০১১ নয়), ১৯৮০'র দশক (আশির দশক নয়) লিখতে হবে।

১৩. অ্যাব্রিভিয়েশনের ক্ষেত্রে ফুলস্টপ কিংবা ডট ছাড়া লিখতে হবে। যেমন : বিএসএস, এমএসএস (বি.এস.এস, এম.এস. এস.-নয়)।

১৪. লেখার সঙ্গে সংযুক্ত আলোকচিত্র ও গ্রাফিক্স অবশ্যই ভালো রেজ্যুলিউশনের হতে হবে।

১৫. সকল তালিকা, মানচিত্র ও চিত্র এমন রেজ্যুলিউশনের হবে, যাতে ওয়ার্ড ফাইলে সঠিকভাবে সন্নিবেশ করা যায়। এগুলোকে 'ফিগার' বা 'চিত্র' নামকরণ করতে হবে এবং লেখায় উপস্থিতির ক্রমানুসারে ধারাবাহিকভাবে নম্বর প্রদান করতে হবে। যেমন : চিত্র-১, চিত্র-২।

১৬. যদি কোনো লেখক/শিল্পী অথবা অনুরূপ কারো নাম লেখায় উল্লেখিত হয়ে থাকে, তাহলে প্রথমবার সেই নামের পরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে তার জন্ম সাল এবং প্রয়াত হলে মৃত্যু সাল উল্লেখ করতে হবে; যেমন : নির্মলেন্দু গুণ (জন্ম : ১৯৪৫); রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। আর গ্রন্থের নাম উল্লেখ করলে প্রকাশ সাল উল্লেখ থাকতে হবে; যেমন : অগ্নি-বীণা (১৯২২)।

১৭. প্রবন্ধটি যদি কোনো সম্মেলনে বা সেমিনারে উপস্থাপিত হয়ে থাকে, তবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে।

১৮. প্রবন্ধ বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৯. প্রবন্ধ জমা দেয়ার পূর্বে লেখককে অথবা তাঁর ব্যবস্থাপনায় সাহিত্য ও ব্যাকরণে দক্ষ এমন কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়ে এর বাক্যগঠন, শব্দ-চয়ন সঠিক হয়েছে কি-না, তা যাচাই করে নেয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। মান-সম্পন্ন পর্যায়ের ব্যাকরণ ও বানান-রীতি অনুসৃত না-হলে পর্যালোচনা ছাড়াই লেখা প্রকাশের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২০. সম্পাদনা-নীতি অনুসারে একটি প্রবন্ধ এক বা একাধিক পর্যালোচকের কাছে লেখকের নাম

উহ্য রেখে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়। একইভাবে পর্যালোচকদের নামও লেখা জমাদানকারীদের নিকট কখনোই প্রকাশ করা হয় না।

২১. পর্যালোচকদের পর্যালোচনা সম্বলিত মন্তব্যপত্র সংশোধনের জন্য (প্রয়োজন সাপেক্ষে) সংশ্লিষ্ট লেখকের কাছে পাঠানো হতে পারে। সেক্ষেত্রে সংশোধন করে উক্ত প্রবন্ধটি যথাসময়ে সম্পাদকের নিকট পুনরায় জমা দিতে হবে। লেখা যাচাই-বাছাইয়ের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দু-তিন মাস বা তারও বেশি সময় লাগতে পারে।

২২. লেখার তথ্য ও মন্তব্যের সকল দায়-দায়িত্ব লেখকের। এ বিষয়ে একাডেমি কর্তৃপক্ষ কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

২৩. সর্বশেষ প্রুফের জন্য সম্পাদনা পরিষদ এবং প্রধান সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২৪. প্রকাশিত লেখার জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বিধি মোতাবেক সম্মানী দেয়া হবে।

২৫. লেখকবৃন্দ জার্নালের দুটি সৌজন্য কপি পাবেন।

২৬. সারা বছরই লেখা জমা নেয়া হয়।